তথ্য অধিকার সংক্রান্ত

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল।

সূচিপত্র

ক্র:নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	ভূমিকা	৩
০২	বার্ষিক প্রতিবেদন এর সারসংক্ষেপ	৪
০৩	তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদি	৫
০৪	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯০ ধারা অনুযায়ী এ কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার তথ্য	৬
০৫	আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও)-গণের তথ্য	৬
০৬	তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণা ও জনসচেতনতামূলক গৃহীত ব্যবস্থা	৭-৯
০৭	তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	১০
০৭	তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ এর প্রতিপাদ্য	১১
০৮	আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে সভা/সেমিনার আয়োজন	১২
০৯	তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা	১৩

ভূমিকা

তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণীত ও কার্যকর করা হয়। জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকল্পে অনন্য, সার্বজনীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শক্তিশালী নাগরিক বান্ধব এ আইনটি সর্বস্তরের নাগরিককে রাষ্ট্রের সর্ব বিষয়ে তথ্য পাওয়ার আইনী ভিত্তি ও কাঠামো রচনা করে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজ ও জণগণের প্রতি সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে আইনটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার এ আইনটি প্রকৃতই বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও সংবিধানের মূল চেতনার প্রতিফলন। আইনের শাসন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই আইন। দুর্নীতি ও মানবাধিকার লংঘন রোধে আইনটির প্রয়োগ ও চর্চা সকল কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক । উন্নত সমাজ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি-বেসরকারি যে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ চলছে তার পরিপূরক শক্তি হিসেবে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর রয়েছে। তাই জাতীয় স্বার্থেই এ আইনের ব্যাপক চর্চা ও প্রয়োগ জরুরি হয়ে পড়েছে। তথ্য অধিকার আইন সর্বক্ষেত্রে ও সর্বোতভাবে বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল এ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর নির্দেশাবলী প্রচারের উদ্দেশ্যে আয়োজিতত সেমিনার।

বার্ষিক প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক্-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক্-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য। তথ্য অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি বা বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট ও পরিচালিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে বিবেচনা করা হয়। আর তথ্য অধিকার আইনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বোতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর সবগুলো নিশ্চিত করা গেলে দেশ হতে দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রতি বছর প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার বিধান রয়েছে। সে মোতাবেক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের পরিস্থিতি, এ আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদসংক্রান্ত আপীল ও নিষ্পত্তির সংখ্যা, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও আলোচনা এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল এর (www.barisal.gov.bd) ওয়েবসাইটে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী স্ব-উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে যা এ বার্ষিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উদযাপন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচির সচিত্র তথ্য এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

বরিশাল জেলায় আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

২০২২ সালে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল হতে গৃহীত ব্যবস্থার সারসংক্ষেপ:

ক্র:নং	মাসের নাম	তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংখ্যা	তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিস্পত্তির সংখ্যা	আপিলের সংখ্যা	আপিল আবেদন নিস্পত্তির সংখ্যা
১	জানুয়ারি	০২	০২	-	-
২	ফেব্রুয়ারি	০২	০২	-	-
৩	মার্চ	০৩	০৩	-	-
৪	এপ্রিল	০১	০১	-	-
৫	মে	০২	০২	-	-
৬	জুন	০৪	০৪	-	-
৭	জুলাই	০৩	০৩	-	-
৮	আগস্ট	০৪	০৪	০৩	০৩
৯	সেপ্টেম্বর	০৩	০৩	-	-
১০	অক্টোবর	০৩	০৩	-	-
১১	নভেম্বর	০১	০১	-	-
১২	ডিসেম্বর	কার্যক্রম চলমান	কার্যক্রম চলমান	-	-
	মোট =	২৮	২৮	০৩	০৩

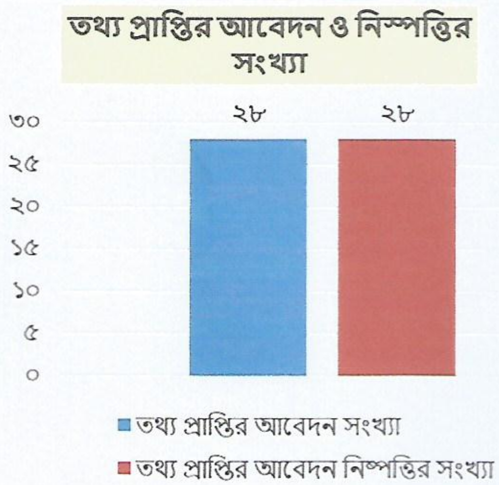

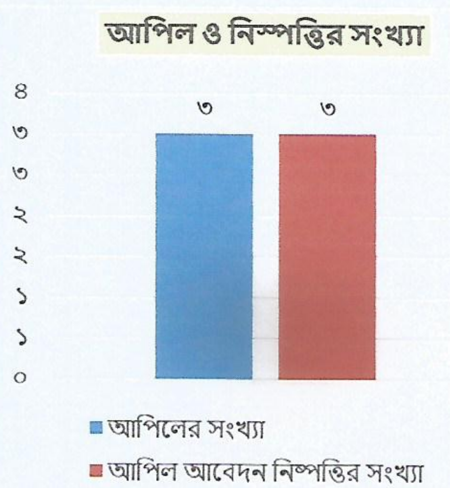

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল এর ফ্রন্টডেস্কে তথ্য প্রাপ্তি ও অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে অনবরত সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯০ ধারা অনুযায়ী এ কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার তথ্য নিম্নরূপ:

দপ্তরের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা	আপিল কর্মকর্তার নাম, পদবী, ফোন ও ই-মেইল ঠিকানা
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল।	জনাব লাকী দাস সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল: ০১৭০৩-১৭৮৫৫৪ ই-মেইল: acictbarisal18@gmail.com	জনাব রয়া ত্রিপুরা সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল: ০১৭৪০-৩৯৭১২৮ ই-মেইল: rayatripura91@gmail.com	জনাব মো: আমিন উল আহসান, বিভাগীয় কমিশনার ফোন: ০২৪৭৮৮৬৫০৩৮ ই-মেইল:divcombarisal@mopa.gov.bd

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য জনগণের সুবিধার্থে উন্মুক্ত স্থানে রাখা হয়েছে

আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও)-গণের তথ্য

জেলা		উপজেলা		মন্তব্য
আওতাধীন দপ্তর/ কার্যালয়সমূহে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	আরটিআই অনলাইন কোর্স সম্পন্নকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	আওতাধীন দপ্তর/কার্যালয় সমূহে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	আরটিআই অনলাইন কোর্স সম্পন্নকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	
১৬৬	২২	২১৪	৪৪	

তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণা ও জনসচেতনতামূলক গৃহীত ব্যবস্থা:

চিত্র: জেলা প্রশাসক, বরিশাল এর সহযোগিতায় তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা করা হচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণা ও জনসচেতনতামূলক গৃহীত ব্যবস্থা:

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তথ্যের অধিকার, সুশাসনের হাতিয়ার
তথ্যই শক্তি, দুর্নীতি থেকে মুক্তি

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

বাংলাদেশের জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে ২৯ মার্চ ২০০৯ জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার আইন গৃহীত হয় এবং ১ জুলাই ২০০৯ থেকে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ, আপীল ও তথ্য কমিশনে অভিযোগসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কার্যকর হয়। তথ্য জানার অধিকার জনগণের সকল অধিকার নিশ্চিতের পূর্বশর্ত। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত হলে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। সঠিকভাবে তথ্যের জন্য আবেদন ও আপীল করতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করুন:-

প্রতিষ্ঠানে তথ্যের জন্য আবেদন ও আপীল পদ্ধতি
এবং তথ্য কমিশনে অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া

আবেদন পদ্ধতি

আপীল পদ্ধতি
২ ১৫ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত প্রদান

তথ্য কমিশনে অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া
১ আপিলের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত প্রদানের সময়সীমা অতিক্রমের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের
২ ৪৫ বা সর্বোচ্চ ৭৫ দিনের মধ্যে অভিযোগের নিষ্পত্তি
৩ তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে হাইকোর্টে রিট আবেদন

তথ্যের জন্য আবেদন ও আপীল ফরম

তথ্য প্রাপ্তির জন্য সরকার নির্ধারিত আবেদন ফরম 'ক' এবং আপীল আবেদন ফরম 'গ' অনুযায়ী লিখিত বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলেও আবেদন করা যাবে। এ আবেদন ফরমসমূহ তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট www.infocom.gov.bd এ পাওয়া যাবে। স্থানীয় পর্যায়ে টিআইবি'র সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) কার্যালয়সমূহে শুধুমাত্র ছাপানো তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে।

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), বরিশাল
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
নুরজাহান মনজিল, বাড়ি নং ৫৮৫, ব্লক (বি), প্যারারা রোড, বরিশাল।
ফোন: ০২৪৭৮৮৬২৮৯২, মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৭
ই-মেইল: ccc.barishal@ti-bangladesh.org, ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

দুর্নীতি থামান
... এখনই

কিভাবে তথ্য চাইবেন

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ মোতাবেক নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশের নাগরিক যেকোন সরকারি-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কাঙ্খিত তথ্য পেতে পারেন।

- এই আইনের আওতায় যেকোন সরকারী-বেসরকারী দপ্তরের/কার্যালয়ের তথ্য পেতে আপনাকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের/কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
- আবেদনকারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদনপত্র সরাসরি/রেজিস্টার্ড ডাকযোগে/ফ্যাক্স/ই-মেইলে আবেদন করতে হবে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন পাওয়ার পর ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সফট/ই-মেইল/প্রিন্টেড কপি/ফটোকপি/সিডি কপির মাধ্যমে তথ্য প্রদান করবেন।
- কোন কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে অপারগ হলে, আবেদনকারীকে নির্ধারিত পদ্ধতি/ফরমেট অনুসরণপূর্বক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।
- আবেদনকারী তথ্য না পেলে বা কোন প্রকার সংক্ষুব্ধ হলে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করতে পারবেন।
- আপীল কর্তৃপক্ষ আবেদন পাওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করবেন।
- আবেদনকারী আপীল করেও তথ্য না পেলে বা কোন প্রকার সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য কমিশন বরাবর নির্ধারিত পদ্ধতি/ফরমেট অনুসরণপূর্বক ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

চিত্র: তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জনগণকে অবহিত করণ।

বরিশাল জেলায় তথ্য অধিকার বিষয়ে জনগণের মধ্যে প্রচার প্রচারণা:

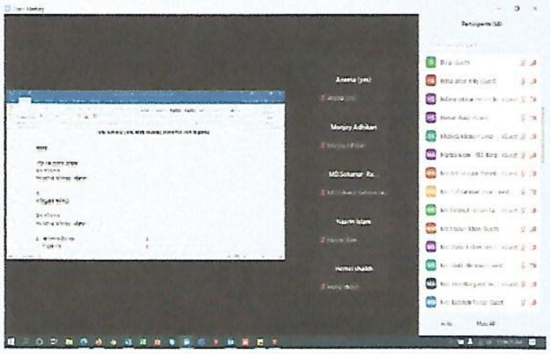

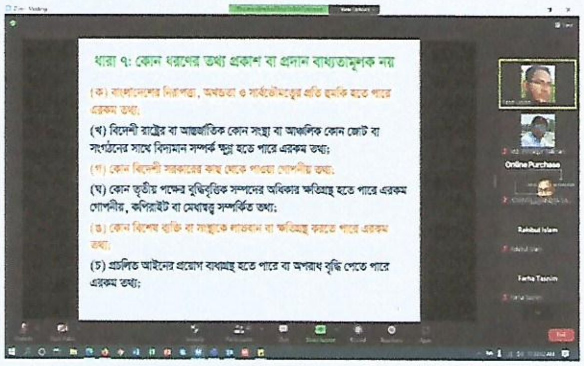

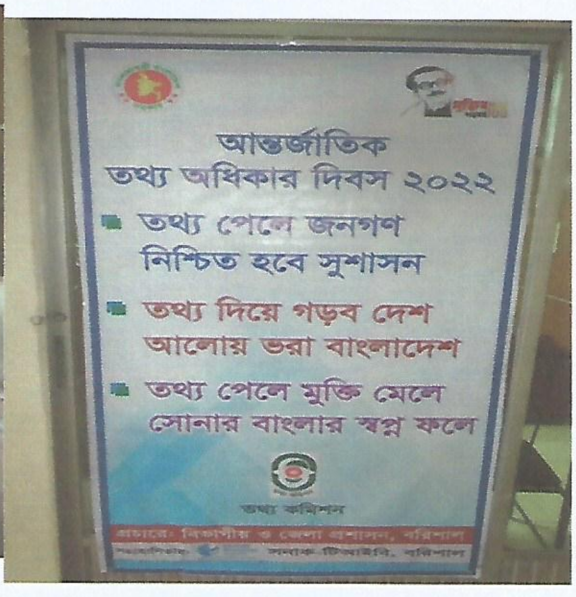

চিত্র: জেলা প্রশাসক, বরিশাল এর সহায়তায় অনলাইন ও ফেস্টুনের মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ে জনগণের মধ্যে প্রাচার কার্যক্রম।

জেলা প্রশাসনের সহায়তায় টিআইবি'র মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান:

চিত্র: জেলা প্রশাসক, বরিশাল এর উদ্যোগে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ এর প্রতিপাদ্য:

“তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক”

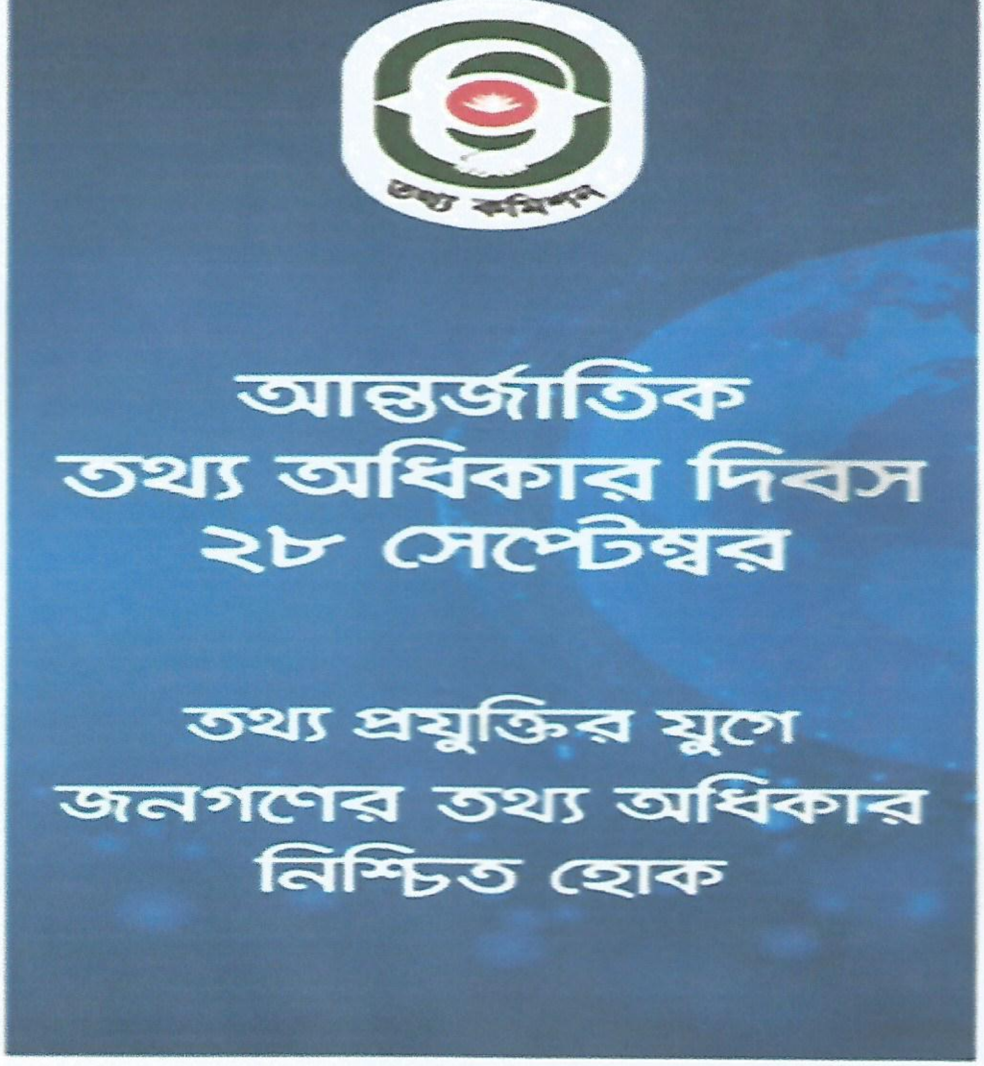

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস -২০২২ উপলক্ষ্যে সভা-সেমিনার আয়োজন :

চিত্র: তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ এর সভা-সেমিনার।

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা:

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তথ্যের অধিকার, সুশাসনের হাতিয়ার
তথ্যই শক্তি, দুর্নীতি থেকে মুক্তি

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

বাংলাদেশের জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে ২৯ মার্চ ২০০৯ জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার আইন গৃহীত হয় এবং ১ জুলাই ২০০৯ থেকে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ, আপীল ও তথ্য কমিশনে অভিযোগসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কার্যকর হয়। তথ্য জানার অধিকার জনগণের সকল অধিকার নিশ্চিতের পূর্বশর্ত। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত হলে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। সঠিকভাবে তথ্যের জন্য আবেদন ও আপীল করতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করুন:-

প্রতিষ্ঠানে তথ্যের জন্য আবেদন ও আপীল পদ্ধতি এবং তথ্য কমিশনে অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া

আবেদন পদ্ধতি
১ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে সুনির্দিষ্ট ফরমে আবেদনপত্র প্রদান (সরাসরি/ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে/ ফ্যাক্স/ই-মেইল)
২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান
৩ কার্যদিবসের মধ্যে ... মূল্য নির্ধারণ ২০ বা সর্বোচ্চ ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদান অথবা ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অপারগতা প্রকাশ
৩ জরুরি প্রয়োজনে অনধিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তথ্য প্রদান (ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার কারাগার থেকে মুক্তি বিষয়ে)

আপীল পদ্ধতি
১ কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল আবেদন প্রদান এবং প্রাপ্তি স্বীকারপত্র গ্রহণ
২ ১৫ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত প্রদান
৩ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশ অথবা আবেদন গ্রহণযোগ্য না হলে খারিজ

তথ্য কমিশনে অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া
১ আপিলের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত প্রদানের সময়সীমা অতিক্রমের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের
২ ৪৫ বা সর্বোচ্চ ৭৫ দিনের মধ্যে অভিযোগের নিষ্পত্তি
৩ তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে হাইকোর্টে রিট আবেদন

তথ্যের জন্য আবেদন ও আপীল ফরম

তথ্য প্রাপ্তির জন্য সরকার নির্ধারিত আবেদন ফরম 'ক' এবং আপীল আবেদন ফরম 'গ' অনুযায়ী লিখিত বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলেও আবেদন করা যাবে। এ আবেদন ফরমসমূহ তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট www.infocom.gov.bd এ পাওয়া যাবে। স্থানীয় পর্যায়ে টিআইবি'র সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) কার্যালয়সমূহে শুধুমাত্র ছাপানো তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে।

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), বরিশাল
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
নুরজাহান মন্জিল, বাড়ি নং ৫৮৩, ব্লক (বি), প্যারারা রোড, বরিশাল।
ফোন: ০২৪৭৮৮৬২৮৯২, মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৭
ই-মেইল: ccc.barishal@ti-bangladesh.org, ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

দুর্নীতি থামান ... এখনই

কিভাবে তথ্য চাইবেন

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ মোতাবেক নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশের নাগরিক যেকোন সরকারি-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কাঙ্খিত তথ্য পেতে পারেন।

- এই আইনের আওতায় যেকোন সরকারী-বেসরকারী দপ্তরের/কার্যালয়ের তথ্য পেতে আপনাকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের/কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
- আবেদনকারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদনপত্র সরাসরি/রেজিস্টার্ড ডাকযোগে/ফ্যাক্স/ই-মেইলে আবেদন করতে হবে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন পাওয়ার পর ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সফট/ই-মেইল/প্রিন্টেড কপি/ফটোকপি/সিডি কপির মাধ্যমে তথ্য প্রদান করবেন।
- কোন কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে অপারগ হলে, আবেদনকারীকে নির্ধারিত পদ্ধতি/ফরমেট অনুসরণপূর্বক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।
- আবেদনকারী তথ্য না পেলে বা কোন প্রকার সংক্ষুব্ধ হলে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করতে পারবেন।
- আপিল কর্তৃপক্ষ আবেদন পাওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করবেন।
- আবেদনকারী আপিল করেও তথ্য না পেলে বা কোন প্রকার সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য কমিশন বরাবর নির্ধারিত পদ্ধতি/ফরমেট অনুসরণপূর্বক ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর লক্ষ্য :

বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তি, চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত

জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক, সে লক্ষ্যে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন

দুর্নীতি হ্রাস এবং স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত এবং বিদেশী অর্থে পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার জবাবদিহি নিশ্চিত

তথ্য পাবার নিয়ম :

- তথ্য অধিকার আইনে যে কোনো নাগরিক তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারে। আবেদনকারীর কাছে ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে তথ্য প্রেরণ করতে হবে।
- আবেদনকারী যদি ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে তথ্য না পায় তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বরাবর আপীল আবেদন করতে পারে।
- আপীল দায়ের এবং গ্রহণের পরে ৪৫ কর্মদিবসের মধ্যে সকল প্রক্রিয়া শেষ করে আবেদনকারীর কাছে তথ্য প্রদান করতে হবে।
- আপীল করে তথ্য না পেলে আবেদনকারী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারে।
- যদি কোন ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক আবেদন গ্রহণ না করে, সেক্ষেত্রে আবেদনকারী সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারে।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সমাজ-রাষ্ট্রে দুর্নীতি হ্রাস এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব।

তথ্য কমিশন